www.exameden.com

দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮

দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ সালের ৫ নং আইন।
দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ সালে প্রণয়ন করা হয়।
১৯০৯ সালের ১ লা জানুয়ারী থেকে দেওয়ানী কার্যবিধি কার্যকর হয়।
দেওয়ানী কার্যবিধি পদ্ধতিগত আইন (Procedural Law)।
ধারা ও বিধির মধ্যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে ধারা বহাল থাকবে।
দেওয়ানী কার্যবিধির ধারাগুলো শুধু মাত্র জাতীয় সংসদ সংশোধন করতে পারে কিন্তু আদেশ এবং বিধি সমূহ সংসদ এবং হাকোর্ট উভয়ই সংশোধন করতে পারে।

ধারা ১ - দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮, ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কার্যকর হবে।
ধারা ২ - সংজ্ঞা সমূহ–

ডিক্রি – [ধারা ২(২)]
ডিক্রি হলো আদালতের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, যা মামলার বিতর্কিত সমগ্র বা যেকোন বিষয় সম্পর্কে পক্ষসমূহের অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে।

ডিক্রি বলে বিবেচিত -
১। আরজি প্রত্যাখ্যান (Rejection Of Plaint) এর সিদ্ধান্ত ।
দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর ধারা ২(২) অনুযায়ী আরজি প্রত্যাখ্যান বা নাকচের সিদ্ধান্ত ডিক্রি।
২। পুনরূদ্ধার বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত।
দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর ১৪৪ ধারায় অধীন পুনরূদ্ধার বিষয়ে আদালতের কোন সিদ্ধান্ত ডিক্রি ।

যে সিদ্ধান্ত গুলো ডিক্রি না -
১। আপিলযোগ্য আদেশ
কোন কোন আদেশগুলো আপিলযোগ্য তা দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৩ আদেশে বলা হয়েছে।
২। বাদীর অনুপস্থিতির জন্য কোন খারিজের আদেশ দিলে।
মামলার শুনানীর দিন যদি বাদী অনুপস্থিত থাকে এবং আদালত মামলা খারিজের আদেশ দিলে তা ডিক্রি না।

www.exameden.com

ডিক্রির প্রকারভেদ-
দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর ২(২) ধারাতে ৩ ধরণের ডিক্রির কথা বলা হয়েছে।
১। প্রাথমিক ডিক্রি
২। চূড়ান্ত ডিক্রি
৩। আংশিক প্রাথমিক এবং আংশিক চূড়ান্ত ডিক্রি

ডিক্রি তখনই প্রাথমিক হয়, যখন মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আরো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন থাকে।
মামলা যখন চূড়ান্ত ভাবে নিষ্পত্তি হয় তখন তাকে চূড়ান্ত ডিক্রি বলে।

আদেশ- [ধারা ২(১৪)]
আদেশ বলতে দেওয়ানী আদালতের এমন কোন সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ বুঝায়, যা ডিক্রি নয়।
যেমন, রায়ের পূর্বে সম্পত্তি ক্রোকের সিদ্ধান্ত।
আদেশ দুই প্রকার হতে পারে-
১। আপীলযোগ্য আদেশ
২। আপীল অযোগ্য আদেশ
দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর ১০৪ ধারায় এবং ৪৩ আদেশে কোন কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় তা বলা হয়েছে।

ডিক্রি এবং আদেশের মধ্যে পার্থক্য
ডিক্রি চূড়ান্ত ভাবে মামলার পক্ষদ্বয়ের অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করে কিন্তু আদেশ মামলার পক্ষদ্বয়ের অধিকার এবং কর্তব্য চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণ করতেও পারে আবার নাও পারে।
সাধারণত আরজিতে যে বিষয়ে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত হলো ডিক্রি অন্যদিখে দরখাস্তের মাধ্যমে যে বিষয়ে আদালতের কোন সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে সেটা হলো আদেশ।

ডিক্রিদার [Decree Holder] [ধারা ২(৩)]
যার স্বপক্ষে ডিক্রি দেওয়া হয় অথবা জারি করার উপযুক্ত কোন আদেশ দেওয়া হয় তাকে ডিক্রিদার বলে।
রায় [ধারা ২(৯)]
ডিক্রি বা আদেশের যুক্তি হিসেবে বিচারক যে বর্ণনা দেন তাকে রায় বলে।

www.exameden.com

দায়িক [Judgment Debtor] [ধারা ২(১০)]
যার বিরুদ্ধে ডিক্রি দেওয়া হয় বা জারি করার উপযুক্ত কোন আদেশ দেওয়া হয় তাকে দায়িক বলে।

বৈধ প্রতিনিধি [Legal Representative] [ধারা ২(১১)]
বৈধ প্রতিনিধি বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যে ব্যক্তি আইগত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পরিচালনা করে এবং যে ব্যক্তি প্রতিনিধি হিসেবে মামলা করে বা প্রতিনিধি হিসেবে যার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, তার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তির উপর সম্পত্তি বার্তায়, তিনিও এর আওতাধীন।

অন্তবর্তীকালীন মুনাফা [Mesne Profits] [ধারা ২(১২)]
বে-আইনি ভাবে দখলকৃত সম্পত্তি হতে বেআইনি দখলদার ব্যক্তি কার্যত যে মুনাফা লাভ করেছে বা সাধারণ বুদ্ধিমত্তায় যে মুনাফা লাভ করতে পারত, সুদ সহ উক্ত মুনাফাকে অন্তবর্তীকালীন মুনাফা বলে। কিন্তু বেআইনি দখলদার ব্যক্তি সম্পত্তির কোনরূপ উন্নতিসাধন করে থাকলে এবং সেই উন্নতির ফলে কোন মুনাফা হয়ে থাকলে তা এর আওতাভুক্ত হবেনা।
উদাহরনঃ 'ক' এর একটি জমি 'খ' অবৈধভাবে দখল করে। উক্ত জমিতে কিছু সবজি উৎপাদন হয় এবং 'খ' সবজিগুলো ২৫০০ টাকায় বিক্রি করে, এই ২৫০০ টাকা এবং সুদসহ তার মুনাফা অন্তবর্তীকালীন মুনাফা বলে গণ্য হবে।

দেওয়ানী আদালত সমুহ
দ্য সিভিল কোর্টস এক্ট, ১৮৮৭ এর ৩ ধারায় ৫ প্রকার দেওয়ানী আদালতের কথা বলা হয়েছে।
জেলা জজের আদালত [The Court of The District Judge]
অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত [The Court of The Additional District Judge]
যুগ্ম জেলা জজের আদালত [The Court of The Joint District Judge]
সিনিয়র সহকারী জজের আদালত [The Court of The Senior Assistant Judge]
সহকারী জজের আদালত [The Court of The Assistant Judge]

দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার -
একটি মামলা কোন আদালতে দায়ের হবে তার নির্ভর করে আদালতগুলোর ক্ষমতার উপর, এই ক্ষমতার আরেক নাম এখতিয়ার। কোন আদালত বা জজ কি কি বা কোন কোন ক্ষমতা ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে করবেন তা আইনে বলা আছে। এই ক্ষমতা গুলোকে আমরা ৫ ভাগে ভাগ করতে পারি।
১. বিষয় ভিত্তিক এখতিয়ার/ক্ষমতা [Subjective Jurisdiction]
২. এলাকা ভিত্তিক এখতিয়ার [Territorial Jurisdiction]
৩. আর্থিক এখতিয়ার [Pecuniary Jurisdiction]
৪. আদি এখতিয়ার [Original Jurisdiction]
৫. আপীল এখতিয়ার [Appellate Jurisdiction]

www.exameden.com

বিষয় ভিত্তিক এখতিয়ার/ক্ষমতা [Subjective Jurisdiction]
যে সব বিষয় নিয়ে কোন একটি আদালত কাজ করতে পারে সেগুলোকে বলা হয় বিষয় ভিত্তিক এখতিয়ার। যেমন, দেওয়ানী আদালত শুধু দেওয়ানী বিষয় নিয়ে কাজ

করতে পারে, নারী ও শিশু ট্রাইব্যুনাল (আদালত) শুধু সেই আইনে প্রদত্ত বিষয়ে বিচার করতে পারে।

দেওয়ানী আদালত সমূহ কোন ধরণের মামলার বিচার করতে পারে বা করার এখতিয়ার আছে তা দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় বলা হয়েছে।

দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় বলা হয়েছে- "বারিত না হলে দেওয়ানী আদালত সকল প্রকার দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার বিচার করবে"

যে মামলায় সম্পত্তি বা পদের অধিকার সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তা দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা। উক্ত অধিকার ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসার উপর সম্পূর্নরূপে নির্ভর করলেও তার ফলে দেওয়ানী প্রকৃতি নষ্ট হয় না।

নিচে কয়েকটি দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার উদাহরণ দেওয়া হল -
সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক বা তার বিরুদ্ধে আনীত মামলা।
চাকুরী হতে অপসারনের নির্দেশ বে-আইনি ঘোষনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্তৃক আনীত মামলা।
পূজা বা প্রার্থনার অধিকার, কবর দেবার বা লাশ পোড়াবার অধিকার, ভোট দেবার অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কিত মোকদ্দমা।
মুসলিম বা হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা।
কোন সদস্যকে বে-আইনিভাবে কোন সামাজিক ক্লাবের সদস্য পদ হতে বহিস্কার করার বিরুদ্ধে আনীত মামলা।
স্থাবর সম্পত্তি, অস্থাবর সম্পত্তি এমনকি অদৃশ্য সম্পত্তি যেমন- কপিরাইট, ট্রেডমার্ক প্রভৃতি সকল প্রকার সম্পত্তির স্বত্ব বা অধিকার সম্পর্কিত মামলা।
মামলা দায়েরের স্থান -
একটি দেওয়ানী মামলা কোন দেওয়ানী আদালতে বা কোথায় দায়ের করতে হবে তা দুইটি বিষয় বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে- ১. আদালতের আর্থিক এখতিয়ার এবং
২. আদালতের এলাকা ভিত্তিক এখতিয়ার
দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫ ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেকটি মামলা উহার বিচার করার যোগ্যতাসম্পন্ন সর্বনিম্ন পর্যায়ের আদালতে দায়ের করতে হবে।

এলাকা ভিত্তিক এখতিয়ার [Territorial Jurisdiction]
প্রত্যেকটি আদালতের একটি এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা থাকে, আদালত তার ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কোন মামলা গ্রহণ করতে পারেন না। যেমন, প্রত্যেক জেলার জন্য একজন জেলা জজ থাকেন।
ধারা ১৬ - যেখানে মামলার বিষয়বস্তু অবস্থিত, সেখানে মামলা দায়ের করতে হবে।
ধারা ১৭ - মামলার বিষয়বস্তু বিভিন্ন আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত হলে, যেকোন একটি আদালতে মামলা করা যাবে।

ধারা ১৮ – মামলার বিষয়বস্তু যখন দুই বা ততোধিক আদালতের কোনটির স্থানীয় এখতিয়ারে অবস্থিত তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখন এইরূপ আদালতের মধ্যে যেকোন একটি আদালত যদি সন্তুষ্ট হয়ে মনে করে যে, এরূপ অনিশ্চয়তার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে তা হলে তদমর্মে একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে ঐ সম্পত্তির ব্যাপারে যেকোন মামলা গ্রহণ ও বিচার করতে পারবে।

ধারা ১৯ – কোন ব্যক্তি বা স্থাবর সম্পত্তির প্রতি এক আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে ক্ষতিসাধন করা হলে, এবং বিবাদী অপর আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে বসবাস করলে বা ব্যবসা করলে বা লাভজনক কাজ করলে বাদী দুই আদালতের যেকোন একটিতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে পারে।
উদাহরণ–
'ক' ঢাকায় বসবাস করে এবং সে 'খ' –কে সিলেটে মারধর করে । 'খ' ঢাকা অথবা সিলেটে 'ক' এর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।
'ক' ঢাকায় বসবাস করে এবং সে সিলেটে 'খ' সম্পর্কে মানহানিকর বিবৃতি প্রকাশ করে । 'খ' ঢাকা অথবা সিলেটে 'ক' এর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

ধারা ২০ – যেখানে বিবাদীগণ বাস করে কিংবা নালিশের কারণ উদ্‌ভূত হয়, সেখানেই অন্যান্য মামলা সমূহ করতে হবে।
প্রত্যেকটি মামলা সেই আদালতে করতে হবে, যার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে–
ক. বিবাদী কিংবা একাধিক বিবাদী থাকলে, তাদের প্রত্যেকে মামলাটি দায়ের করার সময় প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করে অথবা ব্যবসা করে বা লাভজনক কাজ করে বা
খ. একাধিক বিবাদী থাকলে তাদের কোন একজন মামলা করার প্রাক্কালে প্রকৃতপক্ষে এবং স্ব–ইচ্ছায়, বসবাস করে কিংবা ব্যবসা করে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক কাজ করে।
তবে শর্ত থাকে যে – এক্ষেত্রে আদালতের পূর্বানুমতি প্রদত্ত হয় বা যে সমস্ত বিবাদী উক্ত বর্ণনা মতে বসবাস করেনা , ব্যবসা করেনা, কিংবা লাভজনক কাজ করেনা । মামলা দায়েরে ব্যাপারে মৌন সম্মতি প্রদান করে, কিংবা
গ. মামলার কারণ সম্পূর্নভাবে বা অংশতঃ উদ্ভব হয়েছে।

আর্থিক এখতিয়ার [Pecuniary Jurisdiction]
কোন আদালত কত টাকা মূল্যের বা সর্বোচ্চ কত টাকার মূল্য মানের মামলা শুনবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে যার বাইরে আদালত ইচ্ছে করলেই যেতে পারেন না। দেওয়ানী আদালত সমূহের আর্থিক এখতিয়ার সম্পর্কে দ্য সিভিল কোর্টস এক্ট, ১৮৮৭ এর ১৮, ১৯ এবং ২১ ধারায় বলা হয়েছে।

আদালতের নাম	আর্থিক এখতিয়ার
যুগ্ম জেলা জজ	সীমাহীন (২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে সীমাহীন)

সিনিয়র সহকারী জজ	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
সহকারী জজ	১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত

www.exameden.com

আদি এখতিয়ার [Original Jurisdiction]
যে সব আদালতের আদি এখতিয়ার আছে, সে সব আদালতে প্রাথমিক ভাবে দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যায়, এবং আদালত প্রাথমিক ভাবে মামলা আমলে নিয়ে বিচার করে এবং রায় দেয়।
সব দেওয়ানী আদালতের আদি এখতিয়ার নেই।
নিচের দেওয়ানী আদালত গুলোর আদি এখতিয়ার আছে-
যুগ্ম জেলা জজ আদালত
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত
সহকারী জজ আদালত
তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং আইনে উল্লেখ থাকলে জেলা জজ আদি এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে।
যেমন, ট্রেডমার্ক আইন, কপিরাইট আইন বিষয়ে জেলা জজের আদি এখতিয়ার আছে। অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের আদি এখতিয়ার নেই।

আপীল এখতিয়ার [Appellate Jurisdiction]
যে সকল দেওয়ানী আদালতের আপীল এখতিয়ার আছে, সে সকল আদালত প্রাথমিক ভাবে দেওয়ানী মামলা আমলে নিতে পারেনা, শুধু আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করতে পারে।

আপীল আদালতের নাম	যে মূল্যমানের আপীল শুনতে পারে
হাইকোর্ট	৫০০০০০০১ টাকা থেকে যে কোন মূল্যমানের মামলা
জেলা জজ	৫০০০০০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলা

রেস সাব জুডিস ও রেস জুডিকাটা [Res Sub Judice & Res Judicata]
দেওয়ানী মামলায় কোন মামলা চলবে কি না চলবে সেই বিষয়টি বোঝার জন্য দুটি বিষয় বোঝা জরুরী, এর মধ্যে একটি হচ্ছে রেস সাব জুডিস ও আরেকটি রেস জুডিকাটা বাংলায় বলে মামলা স্থগিত করণ এবং দোবারা দোষ।

রেস সাব জুডিস [ধারা ১০]
যখন একই এখতিয়ারভূক্ত দুইটি বা একই আদালতে একই পক্ষদের মধ্যে একই বিষয়বস্তু নিয়ে দুইটি মামলা বিচারাধীন থাকে তখন সেই বিরোধীয় বিষয়কে রেস সাবজুডিস বলে।
ল্যাটিন শব্দ 'রেস' অর্থ বিষয় আর 'সাব-জুডিস' অর্থ বিবেচনাধীন। সুতরাং রেস সাব-জুডিস অর্থ হলো আদালতে বিবেচনাধীন কোন বিষয়।

www.exameden.com

দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারায় রেস সাব-জুডিস [Res Sub Judice] বা [Stay of Suit] সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ধারার বিধান মতে, রেস সাব-জুডিস হচ্ছে- কোন আদালত এমন কোন মোকদ্দমার বিচার চালাইয়া যাইবেন না, যাহার বিচার্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ এবং মূলত পূর্বে দায়েরকৃত অপর একটি মোকদ্দমার বিচার্য বিষয়, তাহা একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা এমন পক্ষগণের মধ্যে যাহাদের অধীনে তাহার বা তাহাদের মধ্যে কোন একজনের সূত্রে পরবর্তী মোকদ্দমার পক্ষগণ বা পক্ষগণের মধ্যে কোন একজন স্বত্ব দাবি করেন, যেখানে এরূপ মোকদ্দমা একই অথবা বাংলাদেশের অন্য কোন আদালতে বিচারাধীন আছে, যে আদালতের প্রার্থীত প্রতিকার মঞ্জুর করার এখতিয়ার আছে,অথবা বাংলদেশের বাহিরে সরকার কতৃক প্রতিষ্ঠিত বা চলিত কোন আদালত যাহার এরূপ এখতিয়ার আছে অথবা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন কোন মোকদ্দমা।
রেস সাব-জুডিস এর শর্তসমূহ -
অবশ্যই দুইটি মামলা থাকতে হবে যার একটি পুর্বে দায়েরকৃত এবং অন্যটি পরবর্তীতে দায়েরকৃত।
উভয় মামলার বিচার্য বিষয় প্রত্যক্ষ এবং মৌলিকভাবে একই।
উভয় মামলা একই পক্ষগণের বা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে হতে হবে।
পূর্ববর্তী মামলাটি যে আদালতে দায়ের করা হয়েছে সেই আদালতের দাবিকৃত প্রতিকার দেওয়ার এখতিয়ার থাকতে হবে।
পূর্ববর্তী মামলাটি অবশ্যই বিচারাধীন থাকতে হবে।
উভয় মামলায় উভয় পক্ষগণ একই স্বত্বের মামলা দায়ের করেছে।

পূর্ববর্তী মামলা যদি কোন বিদেশি আদালতে দায়ের করা হয়ে থাকে, তাহলে মামলার কারণ একই হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কোন আদালতে পরবর্তী মামলা বিচারে বাধা সৃষ্টি হবেনা।
অর্থাৎ বিদেশী আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার ক্ষেত্রে রেস সাব-জুডিস নীতি প্রযোজ্য না।
দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারা কোন মামলা করতে নিষেধ করেনি বরং দাখিলকৃত মামলার বিচার চালিয়ে যাবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। অতএব এক্ষেত্র আদালত দ্বিতীয় মামলাটি স্হগিত রাখতে আইনত বাধ্য।

রেস জুডিকাটা [ধারা ১১]
রেস জুডিকাটার অর্থ হল দোবারা দোষ অর্থাৎ যার বিচার একবার হয়ে গেছে তা পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না। রেস জুডিকাটা নীতির মূল কথা হলো এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত কোন বিচারিক বিষয়কে পরবর্তীতে পুনরায় বিচার করা যাবেনা।
দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারায় রেস জুডিকাটা সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত ধারার বিধান মতে,
"কোন আদালত এমন কোন মামলার বিচার করবেনা, যার প্রত্যক্ষ কিংবা মূল বিচার্য বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কোন মামলার প্রত্যক্ষ এবং মূল বিষয়বস্তু ছিল এবং মামলাটি একই পক্ষসমূহের মধ্যে হয়েছে যাদের সূত্রে বা যাদের মধ্যে একজনের সূত্রে পরবর্তী মামলার পক্ষসমূহের বা পক্ষসমূহের মধ্যে একজন স্বত্ব দাবী করে এবং মামলাটি এমন একটি আদালতে চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে, যে আদালত পরবর্তী মামলা কিংবা যে মামলায় পরবর্তী বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, তার বিচার করতে এখতিয়ারসম্পন্ন"।

রেস জুডিকাটা এবং রেস সাব জুডিস এর মধ্যে পার্থক্য

রেস জুডিকাটা	**রেস সাব জুডিস**
রেস জুডিকাটার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত হতে হবে।	রেস সাব জুডিস এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মামলাটি বিচারাধীন হতে হবে।
আদালত পরবর্তীতে দায়েরকৃত মামলাটি খারিজের আদেশ প্রদান করবেন।	আদালত পরবর্তীতে দায়েরকৃত মামলাটির বিচার স্থগিতের আদেশ প্রদান করবেন।

দেওয়ানী মামলা স্থানান্তরের ক্ষমতা [ধারা ২২-২৪ক]

ধারা ২২ - দুই বা ততোধিক আদালতের যেকোন একটিতে যখন মামলা দায়ের করা যায় এবং মামলাটি তার মধ্যে যেকোন একটি আদালতে দায়ের করা হয়, তখন কোন বিবাদী অপর পক্ষকে নোটিশ দিয়ে প্রথম সম্ভাব্য সুযোগ ও বিচার্য বিষয় নির্ধারণের সময় বা তার পূর্বে অপর একটি আদালতে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আদালত এইরূপ আবেদন পাওয়ার পর অপর পক্ষের আপত্তি (যদি থাকে) শ্রবণ করে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত সমূহের কোনটিতে মামলা অগ্রসর হবে তা স্থির করবে।
২২ ধারায় শুধুমাত্র বিবাদী মামলা স্থানান্তরের আবেদন করতে পারে।

ধারা ২৩ -
১. যখন এখতিয়ারসম্পন্ন একাধিক আদালত একই আপীল আদালতের অধীন হয়, তখন উক্ত আপীল আদালতে ২২ ধারা অনুযায়ী আবেদন করা যায়।

২. যখন আদালত সমূহ একাধিক আপীল আদালতের আওতাধীন হয় তখন হাইকোর্টে আবেদন করতে হয়।
২২ ধারার ক্ষেত্রে মামলা স্থানান্তরের জন্য বিবাদী কোথায় আবেদন করবে তা ২৩ ধারায় বলা হয়েছে।
দেওয়ানী মামলা স্থানান্তরের আবেদন হাইকোর্টে বা জেলা জজ আদালতে করতে হয়।
একই জেলার অধীন এক আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের আবেদন জেলা জজ আদালতে করতে হবে কারণ জেলার মধ্যে দেওয়ানী আদালত সমূহ জেলা জজের আপীল এখতিয়ারাধীন থাকে।
এক জেলার দেওয়ানী আদালত থেকে অন্য জেলার দেওয়ানী আদালতে মামলা স্থানান্তরের আবেদন হাইকোর্টে করতে হবে।

মামলা স্থানান্তর এবং প্রত্যাহারের সাধারণ ক্ষমতা - [ধারা ২৪]

১) মামলার যেকোন পক্ষের আবেদনক্রমে স্বপ্রণোদিত হয়ে হাইকোর্ট বা জেলা জজ মামলার যেকোন পর্যায়ে -
ক) উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা, আপীল বা কোন কার্যক্রম উহার অধীনস্থ এবং তা বিচার করার এখতিয়ারসম্পন্ন কোন আদালতে স্থানান্তর করতে পারেন, অথবা
খ) উহার অধীনস্থ কোন আদালতের কোন মামলা বা আপীল বা অন্যান্য কার্যক্রম প্রত্যাহার করতে পারেন, এবং

১. এর বিচার অথবা নিষ্পত্তি করতে পারেন, বা
২. এর বিচার অথবা নিষ্পত্তি করার জন্য উপযুক্ত কোন আদালতে বিচার অথবা নিষ্পত্তি করার জন্য স্থানান্তর করতে পারেন, বা
৩. যে আদালত থেকে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল, সেই আদালতে বিচার বা নিষ্পত্তি করার জন্য প্রেরণ করতে পারেন।

২) কোন মামলা (১) উপধারা অনুযায়ী স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত হয়ে থাকলে এবং পরে যে আদালতে এর বিচার হয়, সেই আদালত স্থানান্তরের বিষয়ে বিশেষ নির্দেশমূলে পূর্ণ বিচার করতে পারেন, অথবা যে পর্যায় হতে উহা স্থানান্তর বা প্রত্যাহার হয়েছিল, সেই পর্যায় হতে বিচার শুরু করতে পারে।

৩) এই ধারার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ও সহকারী জজ আদালতকে জেলা আদালতের অধীন বলে গণ্য করতে হবে।

৪. এই ধারা অনুসারে ক্ষুদ্র বিষয়ক বিচার আদালত হতে স্থানান্তরিত বা প্রত্যাহৃত কোন মামলা বিচারিক আদালত, উক্তরূপ মামলার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র বিচার বিষয়ক বিচার আদালত বলে গণ্য হবে।

ধারা ২২ এবং ২৪ এর মধ্যে পার্থক্য

ধারা ২২	**ধারা ২৪**
২২ ধারায় শুধু মাত্র বিবাদী মামলা স্থানান্তরের আবেদন করতে পারে ।	২৪ ধারায় বাদী এবং বিবাদী উভয়ই মামলা, আপীল বা মামলার কোন কার্যক্রম স্থানান্তরের বা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারে
২২ ধারায় শুধু মামলা স্থানান্তরের আবেদন করা যায়।	২৪ ধারায় মামলা, আপীল, বা মামলার কোন কার্যক্রম স্থানান্তর বা প্রত্যাহারের আবেদন করা যায়।
২২ ধারায় আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারেন না।	২৪ ধারায় আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা, আপীল বা মামলার কোন কার্যক্রম প্রত্যাহার বা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারেন।
২২ ধারায় অপর পক্ষকে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক।	২৪ ধারায় অপর পক্ষকে নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

www.exameden.com